সংবাদ

তারিখ ... 15 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৬...

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : সোনালী অতীত ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

বশিরুল ইসলাম

দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ বছর হয়ে গেল। ১৯৩৮-এ সাধারণ কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসোবে স্থাপিত এ ইন্সটিটিউটটি ২০০১-এ ১৫ জুলাই পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে যাত্রা শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে।

কৃষি শিক্ষার প্রধান ভোক্তা কৃষকরা হলেও উপমহাদেশে প্রথম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর প্রয়োজনে। অশ্বারোহী বাহিনীর অশ্বের চিকিৎসা ও নিরাপদ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ১৮৮৮ সালে কলকাতার বেলগাছিয়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয় বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ। তার পরবর্তীতে ১৮৯৫-৯৬ সনে কলকাতার শিবপুরে প্রকৌশল কলেজে ডিগ্রি পর্যায়ে কৃষি কোর্স চালু করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কোর্সটি বিলুপ্ত করে ব্রিটিশ রাজ। এ ব্রিটিশরা আবার এদেশে নীল, তুলা, পাট, রেশম, তামাক চাষে জনগণকে নানাভাবে প্রলোভন দিয়ে উৎসাহ দিত। কারণ এসব কাঁচামাল ইংল্যান্ডে রপ্তানি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোটি কোটি টাকা আয় করত। তাদের শোষণ ও শাসনের ফলশ্রুতিতে গোটা ভারত উপমহাদেশে ১৮৭৭ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে পরপর ছয়টি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কয়েক কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে। সেজন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন সময়ের রয়েল কমিশনের রিপোর্ট সমূহে আধুনিক কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের পশ্চাৎপদ চাষাবাদ ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি বলে পরামর্শ দিয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে ১৯১৯ সালে বিহারের সাবুরে একটি কৃষি কলেজে প্রতিষ্ঠার করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯২১-এ কলেজটি বন্ধ ঘোষণা করে বাঙালিদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। পরবর্তীতে লিনলিথগো ভারতের ভাইসরয় এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৩৭ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলে কৃষি কলেজে প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ফলে ঢাকায় তেজগাঁও কৃষি গবেষণা সংলগ্ন ৩শ' একর জমির ওপর কলেজটি নির্মাণের জন্য ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেটে দেড় লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৯৩৮ সালের ১১ ডিসেম্বর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক পূর্ব বাংলার প্রথম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। যার নাম দেয়া হয় দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট। ইংল্যান্ডের রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কারিকুলাম অনুসরণপূর্বক ১৯৪১ সালে ইনস্টিটিউটের একাডেমিক যাত্রা শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ জন মুসলমান ও ১০ জন হিন্দু ছাত্র নিয়ে বিএসসিএজি কোর্স শুরু হয়। এরা দুই বছর বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোতে লেখাপড়া করে পরীক্ষা দিয়ে মেধাভিত্তিতে বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটের গিয়ে ভর্তি হতে পারত। দুই বছর কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর পড়ালেখা করে পরীক্ষা পাসের পর কৃতী শিক্ষার্থীরা জেলা কৃষি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে চাকরি করতে পারত। এরাই ১৯৪৩ সালে বাংলার প্রথম কৃষি গ্রাজুয়েট। ১৯৪৫-৪৬ শিক্ষাবর্ষে আইএসসি পাসের পর ত্রিবার্ষিক বিএজি ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়। যদিও মৌলিক অনুষদের মর্যাদা তখনও অক্ষুণ্ন থাকে। তার সঙ্গে চার বছরের কোর্সটিও ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ফলে ১৯৪৮ সালে পুরাতন ও নতুন মিলে দুটি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা একই বছরে ডিগ্রি পায়। ১৯৫১ সালে এমএজি কোর্স চালু করা হয়।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর নাম ছিল বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, পাকিস্তান আমলে এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর নাম রাখা হয় বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট। তবে সর্বসাধারণের কাছে এটি ইনস্টিটিউট হিসেবে পরিচিত না পেয়ে 'কৃষি কলেজ' হিসেবেই খ্যাতি লাভ করে। এদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের অন্নের সংস্থান, কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণে এ ইনস্টিটিউটের গ্রাজুয়েটরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অথচ এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত না করে ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯৬৪ সালে এ ইনস্টিটিউট কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজ হিসাবে শিক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। ২০০১ সালের ৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের (বিএআই) হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠানে তৎকালীন এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএআইকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেন এবং ৯ জুলাই ২০০১ সালে সংসদে আইন পাস করে। ১৫ জুলাই ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ হাতে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে প্রফেসর মো. শাদাত উল্লাকে প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাস থেকে এ কথা স্পষ্ট, এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন গ্রাজুয়েটদের নিরলস চেষ্টা ও অকৃত্রিম সেবার দ্বারাই বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির ভিত্তিমূল রচিত হয়েছে। ১৯৪৩ সাল থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব গ্রাজুয়েট পাস করেছেন মূলত তারাই সূচনা করেছেন এদেশের কৃষি গবেষণা কার্যক্রমের। ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় এই প্রতিষ্ঠানের গ্রাজুয়েটরা কৃষকের সঙ্গে মিলেমিশে এদেশের কৃষিকে চলমান রেখেছিলেন যার ধারাবাহিকতা চলছে এখনও। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৬- এর ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের সময় এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও গৌরবময়। জানা যায়, তৎকালীন সময়ে পুলিশি হয়রানি থেকে রক্ষা পেতে ঢাকার ছাত্রনেতারা আশ্রয় নিতেন এ প্রতিষ্ঠানের হলগুলোতে। ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের অংশগ্রহণও ছিল লক্ষণীয়।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ, এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদ, এনিম্যাল সায়েন্স ও ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ এবং স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট তিনটি কোর্স চালু রয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এখানে ২৯৪০ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৪৪৪৮ শিক্ষার্থী পাস করে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ২৩০, কর্মকর্তা ২১৩। শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণার জন্য রয়েছে পাঁচটি খামার। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে পাঁচটি হল রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি ছেলেদের এবং দুটি মেয়েদের জন্য বরাদ্দ।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্ররা রিসার্চ সিস্টেম (সাউরেস) এবং ড. ওয়াজেদ মিয়া কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের মাধ্যমে গবেষণা করে নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করে যাচ্ছেন। আর শেকৃবি বহিরাঙ্গন বিভাগ কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্যে সাউ সরিষা-১, সাউ সরিষা-২, সাউ সরিষা-৩, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আলুবীজ ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে সফলতা, টমেটো, জামারুসান মুলা, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বিভিন্ন বিদেশি ফুলের উৎপাদন সফলতা উল্লেখযোগ্য। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এএসএম কামাল উদ্দিন দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিলেন অমৃত কলার চাষ। তিনি পেঁপে ও আনারসের লাগসই চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। ড. নূর মোহাম্মদ মিয়া ও ড. ছিদ্দিক আলীসহ অনেক কৃষিবিদ উচ্চ ফলনশীল ধান বিআর-৩, বি আর-৪, বিআর-১০, বিআর-১১, বিআর-১৪, বিআর-১৯, বিআর-২৩ জাত আবিষ্কার করে শুধু নিজ দেশে নয় প্রতিবেশী ভারত, নেপাল, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, পশ্চিম আফ্রিকায় স্বীকৃতি পেয়েছেন। কাজী পেয়ারার জনক ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা এ বিশ্ববিদ্যালযেরই ছাত্র। ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা এবং ড. এসএম জামান নামে দু'জন কৃষি বিজ্ঞানী বাংলাদেশ সরকারের 'সায়েন্টিস্ট এ্যামিরিটস' পদে ভূষিত হয়েছিলেন। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৃষিতে অবদান রাখার জন্য এ প্রতিষ্ঠানের অনেক গ্রাজুয়েট স্বাধীনতা পুরস্কার, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, বিজ্ঞান একাডেমিক স্বর্ণপদক ও শেরেবাংলা পদকসহ বিভিন্ন ধরনের পদক লাভ করেন।

শিক্ষা ও গবেষণায় উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের কৃষিশিক্ষার সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক- প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এটাই কাম্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সব মহলের সদিচ্ছা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ইস্পাত কঠিন প্রত্যয়। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের এ যুগে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ বিশ্ববিদ্যালয় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখবে এটাই সবার প্রত্যাশা।

[লেখক : জনসংযোগ কর্মকর্তা (দায়িত্বপ্রাপ্ত), শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়]
mbashirpro1986@gmail.com